কন্যাসন্তানরাও পুত্রদের মতো পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার লাভ করে। এ সকল আইন স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, পিতামাতা ও সন্তানসন্ততিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলত যৌথ পরিবারের বন্ধন ও সংহতি সংকটাপন্ন হয়েছে।

### ❑ উপসংহার

বর্তমানে একদিকে একান্নবর্তী পরিবারগুলির অবক্ষয় ও ভাঙন ঘটছে, অপরদিকে দম্পতিকেন্দ্রিক অণু পরিবারের আধিক্য লক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় না যে ভারতের সাবেকি যৌথ পরিবারব্যবস্থা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং এখানে পশ্চিমী ধাঁচের দম্পতিকেন্দ্রিক অণু পরিবারব্যবস্থা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের অণু পরিবারগুলির মধ্যে এখনও একান্নবর্তী পরিবারের বিভিন্ন কার্যগত (functional) বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন গ্রামাঞ্চলের যৌথ পরিবারের অনেক সদস্য জীবিকার প্রয়োজনে অন্যত্র বিচ্ছিন্নভাবে বাস করলেও বাড়ির ঐতিহ্যগত উৎসব-অনুষ্ঠানে বা ছুটিছাটায় দেশের বাড়িতে মিলিত হন। এখনও বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে যৌথ পরিবারগত সত্তা ও চেতনার গভীরতা ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায়। যখন পালাপার্বণ ও পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানে পূর্বতন যৌথ পরিবারের সদস্যরা মিলিত হন তখন তারা একান্নবর্তী পরিবারগত অনুভূতিতে আপ্লুত হন। একান্নবর্তী পরিবারের বহুবিধ আর্থিক দায়দায়িত্ব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া পরিবারের সকল সদস্যরা মিলেমিশে বহন করেন। পূর্বতন একান্নবর্তী পরিবারের কেউ বিপদগ্রস্ত ও সাহায্যপ্রার্থী হলে তার আত্মীয়-পরিজনরা পাশে এসে দাঁড়ান। বিদ্যাভূষণ ও সচ্‌দেব মন্তব্য করেছেন, যেখানে বিশ্বের অন্যান্য অংশে যৌথপরিবার ব্যবস্থা অন্তর্হিত হয়েছে, ভারতে তা শিল্পায়ন ও নগরায়নের দ্বারা আনীত প্রচণ্ড চাপ সহ্য করেও প্রবহমান রয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে ভারতবর্ষে পরিবার ব্যবস্থার এক পরিবৃত্তিকাল চলছে। এই পরিবৃত্তিকালে যৌথ পরিবার ও অণু পরিবারের মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিভিন্ন ধরনের পরিবার কাঠামোর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্ত মন্তব্য করেছেন, একদিকে ঐতিহ্যগত যৌথ পরিবার এবং অন্যদিকে অণু পরিবারের মধ্যস্থলে কতকগুলি অন্তর্বর্তী পরিবারের ধরনকে টিকে থাকতে দেখা গেছে।

## ❑ ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থা : ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তন (Indian Family System : Continuity and Change)

ভারতীয় সমাজে পরিবার ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তন সম্পর্কে যে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পরিলক্ষিত হয় তত্ত্ব ও তথ্যগত দিক থেকে তা অনেক ক্ষেত্রেই বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতীয় পরিবারব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত ঘটে মূলতঃ ব্রিটিশ প্রশাসক এবং প্রাচ্যবাদীদের দ্বারা। ১৮৬০ এবং ১৮৭০ এর

Scanned with CamScanner

দশকগুলিতে ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট 'উপনিবেশবাদী চিন্তাকাঠামোর' (colonial paradigm) উপস্থিতি সমালোচকদের নজর এড়ায় না।

### ☆ সনাতন পরিবার

অধ্যাপক এস. সি. দুবের মতে, ভারতবর্ষকে অনেক সময়ই 'যৌথ পরিবারের দেশ' বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু, সমাজতত্ত্বে 'যৌথ পরিবার' অভিধাটি কমই ব্যবহৃত হয়। এখানে সাধারণত একক পরিবার (Nuclear Family) এবং বর্ধিত পরিবারের (Extended Family) মধ্যে পার্থক্য করা হয়। যদিও, প্রচলিত অর্থে যৌথ পরিবার এবং বর্ধিত পরিবার অভিন্ন। ভারতবর্ষের 'যৌথ পরিবার' সম্পর্কে সর্বজনগ্রাহ্য একটি সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া খুব কঠিন। অনেকে যৌথ পরিবারকে ভারতবর্ষের সাবেকী পরিবার-ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কোনো পরিবার যখন রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত, বাবা মা ভাই বোন এবং তাদের সন্তানসন্ততিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, শুধুমাত্র দম্পতিকে কেন্দ্র করে নয়, তখন তাকে যৌথ পরিবার বলে। ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজে যৌথ পরিবারের প্রচলন তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়। অনেকের মতে, রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে কয়েকটি একক পরিবারের সমষ্টি হল এই যৌথ পরিবার। হেনরী মেইন ভারতীয় যৌথ পরিবারের মধ্যে প্রাচীনকালের 'পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের' এক জীবন্ত উদাহরণ খুঁজে পেয়েছিলেন।

ডঃ ইরাবতী কার্ভের মতে, ভারতীয় যৌথ পরিবার বলতে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষের এমন এক গোষ্ঠীকে বোঝায় যারা একই ছাদের নিচে বসবাস করে, একই হাড়ির অন্ন খায়, যৌথভাবে পারিবারিক সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করে, পারিবারিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে একসঙ্গে অংশগ্রহণ করে এবং যাদের মধ্যে পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান। আই. পি দেশাইয়ের মতে সেই পরিবারকেই যৌথ পরিবার বলা যায় যার বংশানুক্রমিক গভীরতা অনু বা একক পরিবারের থেকে বেশি এবং যার সদস্যরা সম্পত্তি, আয় অধিকার ও দায়দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

কৃষি প্রধান গ্রাম সমাজের স্থিতিশীল সমাজ-ব্যবস্থা যৌথ পরিবারের অনুকূল ছিল। এই পরিবারগুলি সাধারণভাবে এক-একটি স্বয়ম্ভর আর্থিক সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হত মূলতঃ কৃষি ও হস্তশিল্পকে ভিত্তি করেই। পুরো পরিবার একটি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক একক হিসেবে ভূমিকা পালন করত। ও ম্যালির মতে, সেই সময় একটি তিন বা ততোধিক প্রজন্ম সংযুক্ত বৃহৎ পরিবারের পক্ষে একক স্থানে বসবাস করার কোনো অসুবিধা ছিল না। পরিবারের উপার্জনক্ষম সকলেই বংশানুক্রমিকভাবে একই জীবিকা গ্রহণ করত। পি. এন. প্রভুর মতে, বাসগৃহের স্বত্বাধিকার থাকে পিতৃ-পুরুষদের মধ্যে। যৌথ পরিবার সাধারণত পিতৃতান্ত্রিক ও পিতৃবাসস্থানিক হয়। ভারতবর্ষের কৃষিভিত্তিক সনাতন সমাজে যৌথ পরিবারগুলি কতকগুলি বদ্ধমূল ধর্মীয় বিশ্বাস, পিতৃ-কর্তৃত্বের অনুশাসন,

Scanned with CamScanner

জাতপাতের বাধানিষেধ এবং গোষ্ঠীগত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিচালিত হত যেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ অবরুদ্ধ ছিল। বিশেষ করে নারীর পদমর্যাদা উপেক্ষিত হত।

পরবর্তীকালে যৌথ পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় একক পরিবারের নানা বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক এস. সি দুবের মতে, তাদের আয়ের উৎস একই হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃহৎ পারিবারিক গোষ্ঠীভুক্ত ছোটো ছোটো পরিবারগুলির নিজেদের আলাদা গার্হস্থ্য সেবার ব্যবস্থা থাকে। পোষাক-পরিচ্ছদ, আমোদ-প্রমোদ, পড়াশুনো ইত্যাদি বিষয়ে তাদের পৃথকভাবে ব্যয় করতে দেখা যায়। ক্রমশই তারা পৃথগন্ন হয়ে যায়। আবার, যেখানে পারিবারিক সম্পত্তি ভাগ হয়নি সেক্ষেত্রে অনেকসময় এই সব পৃথগন্ন একক পরিবারগুলির মধ্যে যৌথ পরিবারের বেশ কিছু নিয়মনরীতির প্রচলন দেখা যায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সনাতন ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থায় নারীর অবদমন সংক্রান্ত তথ্য লিঙ্গ একমুখীনতাকে অতিক্রম করতে পারেনি। এ ধরনের পরিবার লিঙ্গ-বৈষম্য সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সমাজতাত্ত্বিকই লিঙ্গ-অন্ধ (Gender-blind) অথবা লিঙ্গ দৃষ্টিক্ষীণতার (Gender-myopia) পরিচয় দিয়েছেন বলে অভিযোগ করা যায়। নারীবাদী বিশ্লেষণে সনাতন ভারতীয় পরিবারের সংরক্ষণবাদী দিকটিকেই তীব্র সমালোচনা করা হয়। মেয়েরা সাধারণত আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী না হওয়ার ফলে পরিবারে পুরুষদের তুলনায় তাদের ক্ষমতা ও মর্যাদা অনেক সঙ্কুচিত থাকে। পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বামীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় স্ত্রীর তেমন কোনও ভূমিকা থাকে না। পরিবারের অভ্যন্তরে পুরুষ-মহিলার পারস্পরিক সম্পর্ক গণতন্ত্র সম্মত সমতাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে না।

অধিকাংশ সমাজতাত্ত্বিকের মতে পরিবার সবসময়ই সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত। সমাজতাত্ত্বিক গ্রোভস তাঁর 'আমেরিকান ফ্যামেলি' বইতে বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তনের সূচনা পরিবারে হয় না। বৃহত্তর সমাজে যে পরিবর্তন ঘটেছে, সেই পরিবর্তনের প্রভাবে পরিবার পরিবর্তিত হয়েছে। পাশ্চাত্যে পরিবার-ব্যবস্থার পরিবর্তন ভারতবর্ষের পরিবার-ব্যবস্থায় প্রভাব ফেললেও সংস্কৃতি নিরপেক্ষভাবে ভারতবর্ষের পরিবার-ব্যবস্থার পরিবর্তন আলোচনা করা সম্ভব নয়।

### ☆ আধুনিক পরিবার

ভারতবর্ষের সমাজ বহুত্ববাদী (Plural society)। বিভিন্ন অঞ্চল, জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে জীবনধারার পার্থক্য প্রকট। তবুও সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে সনাতনী কৃষি ভিত্তিক পরিবারের কাঠামো এবং কার্যাবলীতে পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তনের পেছনে প্রধান কারণ কৃষি নির্ভর গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার শিল্প ভিত্তিক এবং নগরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় রূপান্তর। শিল্পায়নের ফলে সনাতন পরিবারগুলির পক্ষে আর নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে সম্পূর্ণ

Scanned with CamScanner

সুরক্ষিত থাকা সম্ভব হচ্ছে না। প্রাক শিল্প সমাজের মতো আধুনিক সমাজে পরিবার উৎপাদনের একক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে অপারগ। শিল্প ভিত্তিক সমাজে পরিবারের আর্থনীতিক স্বাতন্ত্রের অবসান ঘটে। জীবিকার প্রয়োজনে গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন (migration) বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ভারতবর্ষের সনাতন কৃষিভিত্তিক পরিবার কাঠামোতে পরিবর্তন দেখা যায়। এই কারণে অনেক সমাজতাত্ত্বিক আধুনিক পরিবারকে শিল্পায়নের ফল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

## ❑ ভারতীয় পরিবার ঃ ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের দ্বান্দ্বিকতা

ভারতীয় পরিবারব্যবস্থায় ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের দ্বান্দ্বিকতা অনেক সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফরাসি সমাজতত্ত্ববিদ লি প্লে (Le Play) 'মূল পরিবারের' (stem family) কথা উল্লেখ করেন। শহরে জীবিকার জন্য বাধ্য হয়ে অনু পরিবারগুলি পৃথগন্ন থাকলেও গ্রামের 'মূল পরিবার' থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন হতে দেখা যায় না। তাঁর মতে, ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের প্রারম্ভিক পর্যায়ে অনেক 'স্টেম ফ্যামিলির' অস্তিত্ব ছিল। ভারতবর্ষেও এই ধরনের পরিবারের সংখ্যা অনেক। ভারতবর্ষে ছোট ছোট পরিবারগুলি জীবিকার স্বার্থে বাধ্য হয়ে শহরে আলাদা বাস করলেও গ্রামের মূল পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। নিয়মিতভাবে তারা যৌথ পরিবারে আর্থিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় দায়-দায়িত্ব পালন করে। উৎসবে এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে মিলিত হয়। পারিবারিক মূল্যবোধ রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকে। অধ্যাপক এস. সি. দুবের মতে,যৌথ পারিবারিক সংহতিকে রক্ষা করার প্রচেষ্টাকে ভারতীয় মূল্যবোধ অনুযায়ী এক মহৎ গুণ হিসেবে প্রচার করা হলেও এ ধরনের পরিবারগুলি আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে মূল পরিবার থেকে অবিচ্ছিন্ন থাকার এই প্রয়াস উত্তরোত্তর দুর্বল হচ্ছে। পিতৃকর্তৃত্বের রক্ষণশীল অনুশাসনের প্রভাব পরিবারগুলি ক্রমশই কাটিয়ে উঠছে। পরিবারের অভ্যন্তরে নারীর সমানাধিকার ও গণতান্ত্রিক পরিবেশের পক্ষে আন্দোলন ভারতীয় সমাজে ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে।

### ☆ পশ্চিমের প্রভাব

বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় সমাজ পশ্চিমী ধ্যানধ্যারণার সংস্পর্শে এসে উন্মুক্ত হতে শুরু করে। সেই সময় থেকেই আধুনিক শিল্প সমাজের প্রভাব সামান্য হলেও ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থার ওপরও পড়তে শুরু করে। অধ্যাপক জিসবার্ট এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে—শিল্পায়ন, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে পশ্চিমে যে পরিবর্তনের সূচনা হয় আধুনিক ভারতবর্ষের পরিবার-ব্যবস্থা তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকেনি। ভারতীয় সমাজে বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা ও যুক্তিবাদের প্রচলন যত বেড়েছে বিনা তর্কে যাবতীয় পারিবারিক অনুশাসন মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধে অনুজদের মনোভাব তত বেড়েছে। বলা বাহুল্য, এই মনোভাব যৌথ পরিবারে সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এ ছাড়াও,

Scanned with CamScanner

ভৌগোলিক ও সামাজিক সচলতা বৃদ্ধির ফলে সনাতন যৌথ পরিবারের সংহতি ক্রমশ দুর্বল হয়েছে।

### ❑ ভারতীয় পরিবারের পরিবর্তনশীল রূপ : সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা

ভারতবর্ষের পরিবারের কাঠামো এবং কার্যাবলীর পরিবর্তন সম্পর্কিত আলোচনা সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। অধ্যাপক এ. আর. দেশাইয়ের মতে, পঞ্চাশের দশক থেকে আশির দশক অবধি ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে যে পুরনো ধরনের যৌথ পরিবার বিরল। এর প্রকৃতিতে পরিবর্তন হয়েছে। 'অভিন্ন বাসস্থানিক' (common residence) যৌথ পরিবার থেকে পারিবারিক 'দায়িত্ব পালনের' (fulfilling obligations) ভূমিকায় এই পরিবর্তন ঘটেছে।

১৯৫৫-৫৭ সালে আই. পি. দেশাই শহরে পরিবারের পরিবর্তন সম্পর্কে সমীক্ষা করেছেন গুজরাতের মহুয়া শহরে। সমীক্ষাভুক্ত ৪২৩টি পরিবারের মধ্যে ৪.০ শতাংশ ছিল এক প্রজন্মের একক পরিবার, ৫৭.৪৫ শতাংশ দুই প্রজন্মের একক পরিবার। অন্যদিকে, ৩২.৮৬ শতাংশ ছিল তিন প্রজন্মের যৌথ পরিবার এবং ৫.৬৭ শতাংশ ছিল চার প্রজন্মের যৌথ পরিবার। অর্থাৎ সমীক্ষাতে যৌথ পরিবারের চেয়ে একক পরিবারের সংখ্যাধিক্য দেখা গেছে। প্রায় একই সময় কাপাডিয়া গুজরাতের সুরাটে একটি সমীক্ষা করেন। গ্রামীণ অঞ্চলের সমীক্ষায় দেখা গেছে ৪৯.৭ শতাংশ যৌথ পরিবার এবং ৫০.৩ শতাংশ একক পরিবার। অন্যদিকে শহরে ৫৬.৫ শতাংশ যৌথ এবং ৪৩.৫ শতাংশ একক পরিবার। শহরীকরণ যৌথ পরিবারের ভাঙনের কারণ—এই সাধারণ ধারণার বিরোধী কাপাডিয়ার সমীক্ষালব্ধ ফল।

এ. এম. শাহ ১৯৫৫-৫৮ সালে গুজরাতের রাধাভঞ্জে একটি সমীক্ষা করেন। সমীক্ষার ভিত্তিতে তিনি পরিবারকে সরল (simple) এবং জটিল (complex) এই দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। সাধারণভাবে, সরল পরিবার বলতে একক পরিবারকে এবং 'জটিল' বলতে যৌথ পরিবারকে বোঝায়। সমীক্ষায় দেখা গেছে ৬৮ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার 'সরল' এবং ৩২ শতাংশ 'জটিল'। অধ্যাপক শাহর প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় গ্রামীণ এলাকাতেও যৌথ পরিবারের চেয়ে একক পরিবারের সংখ্যা বেশি।

পশ্চিমবঙ্গে যৌথ পরিবার ভেঙে ছোট পরিবারের সংখ্যা দ্রুত হারে বেড়েই চলেছে। কেবল শহরে নয়,এই ভাঙনের ছোঁয়াচ লেগেছে গ্রামাঞ্চলেও। শহরের সঙ্গে রীতিমতো টক্কর দিচ্ছে গ্রাম। শহরে এক পরিবারের বাড়ির সংখ্যা যেখানে ৭৫.৫৫ শতাংশ, সেখানে গ্রামে সেই সংখ্যা ৭১.৪৭ শতাংশ। এই প্রবণতা সব চেয়ে বেশি উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং কোচবিহারে। অন্য দিকে, দক্ষিণবঙ্গের তিন পিছিয়ে পড়া জেলা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে এখনও বহু পরিবারে মিলেমিশে থাকে দু তিনটি পরিবার। ২০০১ সালের সদ্য-সমীক্ষার পরিসংখ্যানে এই ভাঙাগড়ার ছবি উঠে এসেছে।

Scanned with CamScanner

এই পরিসংখ্যানে ধরা পড়েছে, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। রাজ্যের জনসংখ্যা ছ'কোটি আশি লক্ষ থেকে বেড়ে হয়েছে আট কোটি দু'লক্ষ। একই সময়ে বাড়ির সংখ্যা এক কোটি ষাট লক্ষ থেকে বেড়ে হয়েছে দু'কোটি এক লক্ষ।

*(আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭.৪.২০০...)*

এম. এস. গোরে তাঁর সমীক্ষায় দিল্লি এবং হরিয়ানার শহর গ্রামে মূলতঃ দুধরনের পরিবারের সংখ্যাধিক্য দেখেছেন—স্বামী-স্ত্রী আর তাঁদের অবিবাহিত সন্তানদের পরিবার (৩৮.৬ শতাংশ) এবং স্বামী-স্ত্রী ও তাঁদের বিবাহিত অবিবাহিত সন্তানদের পরিবার (৩৪.৩ শতাংশ)।

অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ বিহারের সাহাবাদের ত্রিশটি গ্রামে ১৯৭০ সালে সমীক্ষা করেন। সমীক্ষাভুক্ত পরিবারগুলির মধ্যে ২৫.৮ শতাংশ একক এবং ৭৪.২ শতাংশ যৌথ তাঁর সমীক্ষা দেখা গেছে শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধির একটা সম্পর্ক আছে। তথ্য বিশ্লেষণে এটাও দেখা গেছে যে সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে যৌথ পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্ক আছে।

অধ্যাপক রাম আহুজা রাজস্থানের শহরে (১৯৭৬) এবং গ্রামে (১৯৮৮) দুটি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলেও যৌথ পরিবার একেবারে লোপ পেয়ে যায়নি। কাপাডিয়া এবং আই. পি. দেশাইয়ের মতে, শহরে দীর্ঘসময় বসবাস করলেই যৌথ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে এমন কোনো কথা নেই। নব-বাসস্থানিক (Neo-local) পরিবারের সংখ্যা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেলেও ভারতীয় সংস্কৃতির পারম্পর্য রক্ষা করে অনু পরিবার তার মূল পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখে। সবসময়ই যে তা শুধু দায়িত্ববোধ থেকে করে তা নয় 'আমরা-বোধ' (we-feeling) এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর ফলে যৌথ-পারিবারিক মানসিকতা অনেকাংশে অটুট থাকে।

অধ্যাপক এস. সি. দুবে মনে করেন, ভারতীয় সমাজে একক পরিবারগুলি ক্রমে বর্ধিত পরিবারে পরিণত হয় এবং পরবর্তী সময়ে আবার একক পরিবারে টুকরো হয়ে যায়। পরিবারে দুই বা ততোধিক প্রজন্মের সব সদস্য এক সাথে বসবাস করছে এরকম খুব কম দেখা যায়। সমাজতাত্ত্বিক রসের মতে, একটি মানুষের সমগ্র জীবনকালে তাঁকে বিভিন্ন ধরনের পরিবার কাঠামোর মধ্যে অতিবাহিত করতে হয়।

ভারতবর্ষের পরিবারের পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে এই পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে সাধারণভাবে কর্তৃত্বমূলক পরিবারের গণতান্ত্রিক পরিবারে রূপান্তর হিসেবে বর্ণনা করা যায়। আধুনিক পরিবারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব পায়। পাশাপাশি, একথাও স্বীকার করতে হবে যে সনাতন পরিবারের স্বপক্ষে ভারতীয় সমাজে সমষ্টিগত বিবেকবোধ পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে যায়নি। এখনো সমাজের এক বড় অংশের মানুষ এই ধরনের পরিবারের মাধ্যমেই তাঁদের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করতে সচেষ্ট। সেই কারণেই উত্তরোত্তর বৈচিত্র্যময় কর্মপরিবেশের সঙ্গে ভারতের সনাতন পরিবারগুলিকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রয়াস অব্যাহত আছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই ধরনের পরিবারগুলি শিল্পের

Scanned with CamScanner

বিকাশ কিংবা কৃষির আধুনিকীকরণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। অধ্যাপক এম. এন. পানিনি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষের ব্যবসায়ী যৌথ পরিবারগুলি পরিবর্তনশীল শিল্প-পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খুব ভালোভাবেই মানিয়ে নিতে পেরেছে।

পরিশেষে, একথা বলা যায় যে, ভারতবর্ষের বহুত্ববাদী সমাজে পরিবারের কাঠামোগত ও কার্যগত পরিবর্তনশীলতা কোনো একটি নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করেনি। একটি সংস্কৃতি বহনকারী সংস্থা হিসেবে ভারতবর্ষের পরিবার ব্যবস্থায় একই সাথে ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের এক জটিল প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

## আত্মীয়তা সম্পর্ক (Kinship)

### আত্মীয়তা সম্পর্কের অর্থ(Meaning of Kinship)

আত্মীয়তা সম্পর্ক সামাজিক সংগঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দৈনন্দিন জীবনে এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে আত্মীয় গোষ্ঠীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কীন (Kin) এই ইংরেজি শব্দটি বাংলায়, আত্মীয়, কুটুম্ব, জ্ঞাতি, প্রভৃতি নানা অর্থে ব্যবহার করা হয়। তবে 'আত্মীয়তা' শব্দটি অধিক অর্থবহ এবং বহুল ব্যবহৃত। নৃতত্ত্ববিদ রিভার্স আত্মীয়তার সম্পর্ককে জৈবিক বন্ধনের সামাজিক স্বীকৃতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আমেরিকান নৃতাত্ত্বিক লুইস হেনরী মরগ্যান সর্বপ্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন তাঁর গ্রন্থে। র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন একে সম্প্রদায়ের মধ্যস্থ বিভিন্ন মানুষের মধ্যে গতিশীল সম্পর্ক হিসেবে দেখেছেন। নৃতাত্ত্বিক মারডক মনে করেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক হলো সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক-কাঠামো। এই কাঠামোর মধ্যে আত্মীয়তা সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিরা পারস্পরিক জটিল সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। রবিন ফক্স বলেন, কীন, আত্মীয় বা জ্ঞাতি হচ্ছে তারাই যারা প্রকৃতপক্ষে, অনুমিত বা কাল্পনিকভাবে রক্ত বা জন্মসূত্রে পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত।

## আত্মীয়তা বা জ্ঞাতি সম্পর্ক : নীতি ও ধরণ

ব্যাপক অর্থে জ্ঞাতিসম্পর্ক বলতে রক্ত, বিবাহ, কল্পনা, দত্তকগ্রহণ ইত্যাদি বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যকার আত্মীয়তার সম্পর্ককে বোঝায়। বস্তুত, রক্ত এবং বৈবাহিক বন্ধনই সামাজিক সম্পর্ক নির্ণয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জ্ঞাতি বা আত্মীয়তা সম্পর্কই তৈরি করে মানব সম্পর্কের এক জটিল জাল। সামাজিক সম্পর্কের মূলে আছে জ্ঞাতি সম্পর্ক। জ্ঞাতি বা আত্মীয়তা সম্পর্ক প্রধানত চার প্রকার—

১। রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতি (consanguine) : যারা জন্ম, রক্ত বা বংশসূত্রে আবদ্ধ তাদের বলা হয় রক্তসম্পর্কীয় জ্ঞাতি। একজন ব্যক্তি তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, নাতি-নাতনীর সঙ্গে রক্তসম্পর্কিত বন্ধনে সম্পর্কযুক্ত।

২। বৈবাহিক জ্ঞাতি (affines) : যারা বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কযুক্ত তারা বৈবাহিক জ্ঞাতি। কোনো স্বামী বা স্ত্রী তাদের শ্বশুর-শাশুড়ী এবং শ্বশুর-শাশুড়ীর দিকের জ্ঞাতিদের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে সম্পর্কযুক্ত। বস্তুত, স্বামী, স্ত্রীও পরস্পর

Scanned with CamScanner

অধিকাংশ ক্ষেত্রে রক্ত-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি নয়, বৈবাহিক সম্পর্কে জ্ঞাতি।

৩। অনুমিতভাবে বা কাল্পনিকভাবে জ্ঞাতি (Fictional ties) : রক্ত বা বৈবাহিকসূত্রে বন্ধনে আবদ্ধ নয় এমন ব্যক্তিরাও অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর রক্ত বা বৈবাহিক জ্ঞাতির মতোই আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, একে অনুমিত বা কাল্পনিকভাবে জ্ঞাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

৪। প্রথাগত সম্পর্কে জ্ঞাতি (customary ties) : অনেক সময় আঞ্চলিক প্রথার সূত্রে রক্ত বা বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়াও মানুষে কৃত্রিমভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠলে তাকে প্রথাগত সম্পর্কে জ্ঞাতি বলা হয়।

অধ্যাপক এস. সি. দুবের মতে, জ্ঞাতিত্ব রক্তসম্পর্ক ভিত্তিক। তাঁর মতে, রক্তের সম্পর্ক বা বৈবাহিক সূত্রে মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাকে আত্মীয়তা বলে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এই আত্মীয়তা সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজে আত্মীয়তা সম্পর্কের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে—এ ধরনের মতামতের যৌক্তিকতা অধ্যাপক দুবের মতে, আংশিকভাবে সত্য।

গোত্র (clan)-ইংরেজি 'ক্ল্যান' শব্দটির বাংলা অর্থ গোত্র বা কৌম। আত্মীয়তা সংগঠনের (kinship organization) ক্ষেত্রে গোত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গোত্র হলো একটি ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠী যার সদস্যরা নিজেদের অভিন্ন আদি পুরুষের বংশধর হিসেবে মনে করে। এ হলো বহির্বিবাহ রীতিযুক্ত কল্পিত এক রক্তের গোষ্ঠী।

সগোত্র গোষ্ঠী: এক ক্ল্যানের সব লোকেরাই হলো সগোত্র। যেমন ভরদ্বাজ, শান্ডিল্য, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র গোত্রের অন্তর্ভুক্ত সব লোক পরস্পরের সগোত্র। এক্ষেত্রে ভরদ্বাজ আদি পিতা, বিশ্বামিত্র আদিপিতা। অর্থাৎ ভরদ্বাজ গোত্রীয়রা ভরদ্বাজের বংশধর, বিশ্বামিত্র সগোত্রের সদস্যরা বিশ্বামিত্রের বংশধর। যদিও এই বংশগত আত্মীয়তায় বিশ্বাস অপ্রমানযোগ্য। অনেকের মতে, সগোত্র হল পরিবারেরই বর্ধিত ধারণা। রিভার্স-এর মতে, গোত্র হলো বহির্বিবাহকারী এমন এক আত্মীয়তা সংগঠন যার সদস্যরা অনেক সময় একই টোটেমে বিশ্বাসী। সমসংস্কৃতি ও আচারগত সামঞ্জস্যতার দরুণ তারা ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ।

সপিন্ড গোষ্ঠী : সপিন্ড গোষ্ঠীতে সকলেই এক গোত্রের লোক। এই গোষ্ঠীতে নিজেকে ধরে সাত প্রজন্ম অন্তর্ভুক্ত। সেই অর্থে সপিন্ড গোষ্ঠীর আয়তন সগোত্র গোষ্ঠীর আয়তন অপেক্ষা ছোট। সগোত্র গোষ্ঠীতে প্রজন্মের সংখ্যা সীমিত নয়। বংশধারার বিচারে সগোত্র গোষ্ঠী অসীম। হিন্দু সমাজে যারা 'সপিন্ড' তাদের মধ্যে বিবাহ অসিদ্ধ। অধ্যাপক দুবের মতে, সপিন্ড কথাটির দুটি অর্থ করা হয়। একটি অর্থে যারা একই পূর্বপুরুষকে পিন্ড উৎসর্গ করতে পারে এবং দ্বিতীয় অর্থে যারা একই শরীরের অংশ। মিতাক্ষরার মতে, গোত্রজ সপিন্ডরা হলো অ্যাগনেট আত্মীয়। পিতৃধারা বিশিষ্ট জ্ঞাতি হচ্ছে অ্যাগনেট (agnate)। মিতাক্ষরার মতে, ভিন্ন গোত্র সপিন্ডরা হচ্ছে কগনেট (cognate)। মাতৃধারাবিশিষ্ট জ্ঞাতিরা হচ্ছে কগনেট। দায়ভাগের মতে সপিন্ড গোষ্ঠীতে অ্যাগনেট ও কগনেট উভয় প্রকার আত্মীয়ই আছে।

Scanned with CamScanner

কুল বা বংশ (Lineage)— সাধারণ অর্থে এই পদটি গোত্রের ক্ষুদ্র অংশকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। নৃতত্ত্বের বিশেষ অর্থে কুল বা বংশ (Lineage) হলো এক প্রকার সরল প্রকৃতির এক মাত্রিক বংশানুক্রমিক গোষ্ঠী। কোনো জ্ঞাতির পাঁচ বা ছয় প্রজন্মের পূর্ব পুরুষ থেকে যে বংশের উৎপত্তি ধরা হয়। হ্যাভিল্যান্ড -এর মতে, বংশের সদস্যরা তাদের কোনো একজন সাধারণ পূর্ব পুরুষের পিতামাতার ও সন্তানের সংযোগের মধ্য দিয়ে একটি আত্মীয়তা সম্পর্ক চিহ্নিত করে। দীর্ঘতর বংশ (Maximal Lineage) এবং ক্ষুদ্রতর বংশ (Minimal Lineage)— বিস্তৃতির দিক থেকে বংশকে এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। বংশ বা কুল একটি রক্তের সম্পর্ক নির্ভর একপাক্ষিক (Unilateral) গোষ্ঠী যার সদস্যরা একই পূর্ব পুরুষের সূত্রে বংশধারা বহন করে থাকে। উৎপত্তিগত দিক থেকে বংশ পিতৃসূত্রীয় (Patrilineal descent) বা মাতৃসূত্রীয় (Matrilineal descent) হতে পারে। পিতৃসূত্রীয় বংশধারার ক্ষেত্রে বংশপরিচয়, মর্যাদা, উত্তরাধিকার, ইত্যাদি পিতার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। মাতৃসূত্রীয় বংশধারার ক্ষেত্রে এ সব নির্ধারিত হয় মাতার মাধ্যমে।

## ভারতবর্ষে আত্মীয়তা সংগঠন (Kinship organization in India) :

ইরাবতী কার্ভের লেখা Kinship Organization in India নামক বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে। এই বইটিতে আমরা বিস্তারিতভাবে ভারতবর্ষের আত্মীয়তা সংগঠন সম্পর্কে জানতে পারি। তাঁর মতে, ভারতের আত্মীয়তা সংগঠন সম্পর্কে জানতে গেলে ভাষার ভিত্তিতে ভারতের অঞ্চল বিভাজন বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা প্রয়োজন। সাধারণভাবে মিল আছে এমন ধরনের ভাষাগুলিকে তিনি এক একটি ভাষা-পরিবারের (Language family) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ভাষা পরিবারের বসবাসকে ভিত্তি করে তিনি ভারতবর্ষকে চারটি অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন। এক একটি ভাষা পরিবারভুক্ত অঞ্চলে একই ধরনের আত্মীয়তা সংগঠনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়—

### উত্তরাঞ্চলের আত্মীয় সংগঠন (Kinship organization of the Northern zone)

হিন্দি, বাংলা, অসমিয়া, পাঞ্জাবী, কাশ্মিরী প্রভৃতি ভাষা যে গুলির উৎপত্তি সংস্কৃত ভাষা থেকে সেই ভাষাগুলিকে একটি ভাষা-পরিবারের (Language family) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ভাষা-পরিবার নিয়েই উত্তরাঞ্চলের আত্মীয় সংগঠন গড়ে উঠেছে।

এই অঞ্চলে পিতৃসূত্রীয় আত্মীয় সংগঠন (Patrilineal kinship organization) দেখতে পাওয়া যায়। পুত্র সন্তানের ধারায় বংশ পরিচয়, উত্তরাধিকার ও সামাজিক মর্যাদা স্থিরীকৃত হয়। এখানে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহের রীতি নেই। এই অঞ্চলে বিবাহের মাধ্যমে নতুন আত্মীয়তা সম্পর্ক তৈরি হয় এবং এভাবেই আত্মীয় গোষ্ঠীর বিস্তার ঘটে। উত্তরাঞ্চলে আত্মীয় সংগঠনের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা পরিলক্ষিত হয়। মেয়েদের ওপর

Scanned with CamScanner

অনেক ধরণের সামাজিক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়, বিশেষ করে বিবাহিত মহিলাদের ওপর। এই অঞ্চলে পিতৃআবাসিক পরিবারের (Patrilocal family) প্রাধান্য। বিয়ের পর মেয়েরা শ্বশুরালয়ে থাকে। স্বামী বা স্বামীর পরিবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েটির অভিভাবক থাকে। এই পরিবারে বৌ-এর ওপর স্বামী, শ্বশুর, শ্বাশুড়ি প্রভৃতির ক্ষমতা ও আধিপত্য কায়েম করা হয়। এর পেছনে থাকে সমাজের পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা।

এই অঞ্চলে যৌথ পরিবারভুক্ত হয়ে পিতা-মাতা, সন্তান, নাতি-নাতনীরা এক সঙ্গে বসবাস করে। এর বাইরে আত্মীয় গোষ্ঠীর সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক বর্তমান থাকে।

উত্তরাঞ্চলে আত্মীয়তাসূচক অনেক সম্বোধণ আছে যার উৎপত্তি সংস্কৃতভাষা থেকে। বয়সে ছোট এবং বড় আত্মীয়দের পৃথকভাবে সম্বোধন করা হয়। এই অঞ্চলে আত্মীয়-সম্বোধনের প্রতিটি শব্দ থেকেই আত্মীয়তার প্রকৃতি ধারণা করা সম্ভব। আত্মীয়তা রক্তসম্পর্কিত না বৈবাহিক তাও সম্বোধন থেকেই ধারণা করা যায়।

**মধ্যাঞ্চলের আত্মীয় সংগঠন (Kinship organization of the Central zone)**

মধ্যাঞ্চলের আত্মীয় সংগঠনের সাথে উত্তরাঞ্চলের আত্মীয় সংগঠনের অনেক ক্ষেত্রেই মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

হিন্দি, রাজস্থানী, গুজরাটী, মারাঠি, ওড়িয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষা এই অঞ্চলের ভাষা-পরিবার এর অন্তর্ভুক্ত (Language family)। এই ভাষা গুলিরও উৎপত্তি সংস্কৃত ভাষা থেকে। তবে দ্রাবিড়ীয় ভাষা এবং অস্ট্রো-এশিয় ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যাও এই অঞ্চলে যথেষ্ট। অনেক উপজাতি মানুষ এই অঞ্চলে বসবাস করায় মধ্যাঞ্চলের আত্মীয় সংগঠনে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

এই অঞ্চলেও রক্তের সম্পর্কের মধ্যে সাধারণভাবে বিবাহ স্থির করা হয় না। তবে রাজস্থান গুজরাটের কোনো কোনো ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে মায়ের ভাই এর মেয়ের সাথে বিবাহ বা স্বামীর ভাইকে বিবাহ করার রীতি প্রচলিত আছে।

উত্তরাঞ্চলের আত্মীয়তাসূচক অনেক সম্বোধন এই অঞ্চলেও প্রচলিত আছে। তবে এই ক্ষেত্রে অনেক আত্মীয়তাসূচক সম্বোধনে দ্রাবিরীও ভাষার প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়।

এই অঞ্চলে কণ্যাপণ(bride price) দেওয়ার রীতি কোনো কোনো ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

উত্তরাঞ্চলের মতো মধ্যাঞ্চলেও পরিবার ব্যবস্থা পিতৃসূত্রীয় (patrilineal) এবং পিতৃ-আবাস কেন্দ্রিক (patrilocal)। তবে এই অঞ্চলে মেয়ের বিয়ের পরও পিত্রালয়ের সঙ্গে যথেষ্ট সম্পর্ক ও যাতায়াত থাকে।

এই অঞ্চলে অনেক আদিবাসী মানুষেরও বাস বিশেষ করে মধ্যপ্রদেশ বা রাজস্থানের

Scanned with CamScanner

মতো রাজ্যগুলিতে। এদের আত্মীয়তা সংগঠন এই অঞ্চলে বসবাসকারী হিন্দুদের আত্মীয় সংগঠন থেকে অনেক আলাদা। বিশেষ করে বিবাহের রীতি, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে।

**দক্ষিণাঞ্চলের আত্মীয় সংগঠন (Kinship organization of the Southern zone) :** দক্ষিনাঞ্চলের আত্মীয় সংগঠন উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল থেকে পৃথক ধরনের হতে দেখা যায়। এই অঞ্চলে প্রচলিত ভাষাগুলি মূলত দ্রাবিরিয় ভাষা-পরিবারের (language-family) অন্তর্ভূক্ত। তেলেগু, কান্নাড়া, তামিল, মালায়ালাম ভাষাগুলি এই ভাষা পরিবারে যুক্ত। অন্ধ্রপ্রদেশের অধিবাসীরা তেলেগু ভাষায় কথা বলে, কান্নাড়া ভাষা কর্নাটকবাসীদের, তামিলনাড়ুর অধিবাসীরা কথা বলে তামিল ভাষায়। কেরলবাসীরা কথা বলে মালায়ালাম ভাষায়।

ইরাবতী কার্ভের তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে এই অঞ্চলের আত্মীয় সংগঠনে পিতৃসূত্রীয় (patrilineal) এবং পিতৃ -আবাসিক (patrilocal) পরিবার ব্যবস্থার প্রচলন বেশি দেখা যায়। তবে এই অঞ্চলের অনেক ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে মাতৃসূত্রীয়( matrilineal) এবং মাতৃ-আবাসিক (matri-local) আত্মীয় সংগঠনেরও প্রচলন আছে। খুব সামান্য হলেও, এমন পরিবারও এই অঞ্চলে দেখা যায় যেখানে পিতৃ-মাতৃ উভয় সূত্রীয় বংশধারাই প্রয়োজন মতো অনুসরণ করা হয়। এই অঞ্চলে বহু পত্নী বিবাহ (polygyny) এর পাশাপাশি অনেক মাতৃসূত্রীয় পরিবারে বহুপতি বিবাহ (Polyandry)-এর প্রচলনও দেখা যায়। দক্ষিন অঞ্চলে অনেক ভাষাগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিবারের মধ্যেই বৈবাহিক সম্পর্ক-স্থাপন করতে দেখা যায়। এখানে বিবাহে কণ্যাপণ (bride price) প্রচলিত আছে। উত্তরাঞ্চল বা মধ্যাঞ্চলে কিন্তু আমরা সাধারণভাবে কণ্যাপণের প্রচলন দেখিনা। দক্ষিনাঞ্চলে উত্তরাঞ্চলের মতো বিবাহিত মেয়েদের উপর বিশেষ কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় না। এই অঞ্চলে পিত্রালয় আর শ্বশুরালয়ের মধ্যে খুব কিছু পার্থক্য থাকে না। উত্তরাঞ্চলে এই দুই পরিবারের মধ্যে খুব স্পষ্ট পার্থক্য থাকে। এখানে প্রথম পরিবারে সে কন্যা (daughter) এবং শেষোক্ত পরিবারে সে কনে (bride)। এই দুই পদ ভারতীয় মহিলাদের ক্ষেত্রে দুই ধরণের মর্যাদা (status) নির্দেশক। এই দুই মর্যাদায় তাদের ভূমিকাগত (role) পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সামাজিক-অর্থ নৈতিক দিক থেকে দক্ষিণাঞ্চলের মহিলারা আপেক্ষাকৃত বেশি মর্যাদা ও স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে।

দক্ষিণাঞ্চলের বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্তর্গ্রাম বিবাহে (Village endogamy) তেমন কোন বিধি নিষেধ নেই। উত্তরাঞ্চলের ক্ষেত্রে এই ধরণের বিবাহে সাধারণভাবে কোনো সামাজিক স্বীকৃতি থাকে না।

দক্ষিণাঞ্চলে কোনো ব্যক্তির এমন অনেক আত্মীয় থাকতে পারে যারা একাধারে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয় আবার অন্যদিকে বৈবাহিক সম্পর্কে সম্পর্কিত আত্মীয়। উত্তরাঞ্চলের আত্মীয় সংগঠন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইরাবতী কার্ভে এমন ধরণের নজীর খুঁজে পাননি।

Scanned with CamScanner

দক্ষিনাঞ্চলে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয় ও বৈবাহিক সম্পর্কে সম্পর্কিত আত্মীয়দের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে, আত্মীয় সম্বোধনের পরিভাষা (kinship terminology) থাকে না। উত্তরাঞ্চলে এ ক্ষেত্রে আমরা পৃথক পরিভাষা দেখতে পাই।

**পূর্বাঞ্চলের আত্মীয় সংগঠন (Kinship orgaization of the Eastern zone)**

পূর্বাঞ্চলের আত্মীয় সংগঠন বিশ্লেষণে একাধিক আত্মীয় সম্পর্কের ধারা দেখা যায়। বাংলা, বিহার, আসাম ও ওড়িষ্যা নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। এখানে আদিবাসী মানুষের সংখ্যা বেশি। এই অঞ্চলে বসবাসকারী বর্ণহিন্দুদের আত্মীয় সংগঠনের ধরণ থেকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আত্মীয় সংগঠনের ধরণ অনেকটাই আলাদা। এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির ভাষার বিশেষ করে আত্মীয় সম্বোধন সূচক শব্দ গুলির উদ্ভব দ্রাবিড়ীয় এবং সংস্কৃত উভয় ভাষা থেকেই। পূর্বাঞ্চলে কন্যা পন (bride price) প্রচলিত আছে।

পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে মুন্ডারী ভাষাভাষী আদিবাসী গোষ্ঠী তাদের সমাজ জীবনে পিতৃসূত্রীয় (Patrilineal) ধারা বজায় রেখে চলেছে। এদের পরিবারগুলিও পিতৃআবাসিক (patrilocal)। আবার এই অঞ্চলের অন্য বেশ কিছু আদিবাসীর মধ্যে যেমন গারো, খাসি, ইত্যাদি আদিবাসীরা মাতৃসূত্রীয় ধারা অনুসরণ করে। ফলত, এদের মধ্যে মাতৃ-আবাসিক পরিবার ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়।

**ভারতের সমাজে আত্মীয়তা সম্পর্কের গুরুত্ব (Importance of kinship relations in Indian society)**

ভারতের সমাজ বহুত্ববাদী (plural)। এই সমাজে নানা ভাষা, নানা মতের মানুষের বসবাস। এই সমাজে বৈচিত্র্য যেমন আছে আবার পাশাপাশি ঐক্যও আছে। ঐক্যের একটা শক্তিশালী ভিত হলো ভারতীয় সমাজের দৃঢ় আত্মীয়তা সম্পর্ক। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আত্মীয় সংগঠন গুলির মধ্যে মিল ও অমিল উভয়ই দেখা যায়। তবে, প্রত্যেকেই নিজেদের মতো করে ভারতের সমাজ সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে—

**সমাজ কাঠামোর চাবিকাঠি**— আত্মীয়তা সম্পর্ক ভারতের সমাজ কাঠামোর মূল ভিত্তি। এরই উপর নির্ভর করছে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, দায়-দায়িত্ব, দেনা-পাওনা, ইত্যাদি বিষয় গুলি। দৈনন্দিন সমাজজীবনেও যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ কাঠামো গড়ে ওঠে আত্মীয় সম্পর্কের সমন্বয়ের ফলে। সমাজের সব মানুষই কারো না কারোর সাথে সম্পর্কীত। কেউ বা রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত, কেউবা বৈবাহিক সম্পর্কে আবার কেউবা কাল্পনিক জ্ঞাতি হিসেবে। বিশেষ করে আদিম সমাজের সমাজ কাঠামো পর্যালোচনায় জ্ঞাতি বা আত্মীয়তা সম্পর্ক বিষয়ে অধ্যয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

**সংঘবদ্ধ হতে প্রেরণা দেয়**— একটি সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে আত্মীয়তা সম্পর্কই প্রেরণা

Scanned with CamScanner

থাকে সংঘবদ্ধ হতে। একজন ব্যক্তির পক্ষে একাকী জীবন পরিচালনা করা অর্থাৎ জীবনের সব প্রয়োজন গুলি কারো সাহায্য ছাড়াই একাকী মেটানো প্রায় অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে আত্মীয়তা সম্পর্কই পারে মানুষকে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে।

**উত্তরাধিকার নির্ণয়ে**— ভারতীয় সমাজে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণয়ে জ্ঞাতি বা আত্মীয়তা সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতীয় সমাজ কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে মূলত পিতৃসূত্রীয়। তবে বর্তমানের উত্তরাধিকার আইন অনুসারে পিতার সম্পত্তিতে পুত্র এবং কন্যা উভয়েরই অধিকার থাকে।

**অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে**— উৎপাদন, বন্টন ভোগ -এই সব অর্থনৈতিক বিষয়েই ভারতীয় সমাজে আত্মীয়তা সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আত্মীয়তা সম্পর্কভুক্ত কোনো ব্যক্তির অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজনে জ্ঞাতি সম্পর্কভুক্ত মানুষেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রবিন ফক্স (Robin Fox) এর মতামত অনুসরন করে আমরা বলতে পারি ভারতীয় সমাজে আমলাতন্ত্র অনেকক্ষেত্রেই জ্ঞাতি বা আত্মীয়তা সম্পর্কের থেকে দূর্বল হয়ে পড়ে। ফক্সের মতে, 'সমাজে জ্ঞাতি সম্পর্ক অবশ্যই আমলাতন্ত্রের শত্রু। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারী কর্মকর্তা কে নীতি অনুযায়ী নিরপেক্ষ ভাবে কাজকর্ম করতে হয়, কিন্তু, অনেকসময়ই দেখা যায় আত্মীয় বা জ্ঞাতি গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাত তাকে নিরপেক্ষভাবে কর্মসম্পাদন থেকে বিচ্যুত রাখে।

**রাজনৈতিক ক্ষেত্রে**— ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আত্মীয় সম্পর্ককে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। যত বেশি আত্মীয়-স্বজন থাকে, বিশেষ করে গ্রামীন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতা দখলে তার সম্ভবনা তত বেশি থাকে। রাজনৈতিক স্বার্থে বিবাহসূত্রে আত্মীয়তা বিস্তারের উদাহরণ ভারতবর্ষের রাজনীতিতে অনেক যুগ ধরেই দেখা যায়।

**নেতা-অনুগামী সম্পর্কে**— নেতা-অনুগামী সম্পর্ক নির্ণয়ে জ্ঞাতি সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। রাজনৈতিক-সামাজিক-ধর্মীয় -সব ক্ষেত্রেই নেতারা তাঁদের জ্ঞাতি-কুটুম্বর সহযোগিতা লাভ করে। নেতৃত্বের ক্ষমতায় টিকে থাকতে আত্মীয় বা জ্ঞাতি গোষ্ঠীর অধিক সংখ্যা এবং সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে**— ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জ্ঞাতি সম্পর্কগত বিশ্বস্ততা ও গোষ্ঠীগত সহযোগিতার গুরুত্ব অপরিসীম। শিল্প বা ব্যবসার মালিক কেও দেখা যায় তার প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে নিজস্ব আত্মীয় গোষ্ঠী বা জ্ঞাতি গোষ্ঠীর মানুষদের অগ্রাধিকার দিতে। অনেকেই তাদের আত্মীয় গোষ্ঠীর মানুষকে অন্যদের তুলনায় বেশি বিশ্বাস করে থাকে।

**সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে**— আত্মীয় গোষ্ঠী বেশি থাকলে সমাজে তাদের নিরাপত্তাবোধ

Scanned with CamScanner

বেশি থাকতে দেখা যায়। কোনো ধরণের গোষ্ঠী বিবাদ হলে আত্মীয় গোষ্ঠীর মানুষদের একজোট হতে দেখা যায়। ভারতবর্ষের সনাতন গ্রাম সমাজে আধিপত্যকারী গোষ্ঠীর ক্ষমতা যখনি কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতো, তখনি আত্মীয় গোষ্ঠীর মানুষেরা একজোট হয়ে তার মোকাবিলা করত। এখনকার গ্রাম্য বিবাদেও আত্মীয়গোষ্ঠীর মানুষদের একজোট হয়ে বিরোধীগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে দেখা যায়। তবে ভারতবর্ষের গ্রামীন জীবনে বিবাদ- বিসংবাদ, সন্ত্রাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে আত্মীয় বা জ্ঞাতি গোষ্ঠীর ভূমিকাকে একেবারে অস্বীকার করা যাবে না।

**সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে** — সামাজিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে আত্মীয় বা জ্ঞাতি গোষ্ঠীর উপস্থিতি ও অংশগ্রহন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু সম্পর্কিত যে সব আচার অনুষ্ঠান ভারতীয় সমাজে পালিত হয় সবক্ষেত্রেই আত্মীয় গোষ্ঠীর উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, উৎসবে, আত্মীয় কটুম্বরা সমবেত হয়ে তা পালন করে।

পরিশেষে বলা যায়, আত্মীয় বা জ্ঞাতি গোষ্ঠীর ভূমিকা ভারতবর্ষের সব ক্ষেত্রেই কল্যানকর হয়ে উঠতে পারেনি। অনেকের মতে, আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে আত্মীয় গোষ্ঠী বা জ্ঞাতি গোষ্ঠী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। নিরপেক্ষ সরকারী প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে জ্ঞাতি -পক্ষপাত যথেষ্ট বাধা তৈরি করে। সমাজে এই ধরণের পরিস্থিতি স্বজন পোষণ, দুর্নীতি বৃদ্ধি করে। স্বজনপ্রীতির জন্য গুরুত্বপূর্ন পদগুলিতে যোগ্য লোকের পরিবর্তে অযোগ্য লোকের প্রাধাণ্য বেড়ে যায়। জ্ঞাতি সম্পর্কের আশ্রয়ে অপরাধী অপরাধ করেও অনেক ক্ষেত্রে শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেয়ে যায়। এই কারণে ভারতীয় সমাজের বিকাশ ও মঙ্গলের লক্ষ্যে আত্মীয়তা সম্পর্ক বা জ্ঞাতি সম্পর্কের গুরুত্ব ও ভূমিকার পূর্ণমূল্যায়ন প্রয়োজন। কীভাবে আত্মীয় বা জ্ঞাতি-পক্ষপাতিত্ব হ্রাস করে ভারতীয় সমাজের প্রশাসনিক ও সামাজিক ক্ষমতা কাঠামোয় নিরপেক্ষতা ও ভারসাম্য বৃদ্ধি করা যায় আত্মীয়তা সংগঠন (Kinship organization) সম্পর্কিত অধ্যয়নের মাধ্যমে সেই পথ খুঁজে বার করা প্রয়োজন। ভারতীয় সমাজ আগের তুলনায় এখন অনেক আধুনিক হলেও এখানে এখনো আত্মীয়তা বা জ্ঞাতি সম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম।

Scanned with CamScanner